দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

গণশিক্ষা ।। লালমনিরহাট স্টাইল

সেখানে মশাল মিছিল হয়, পড়ুয়ারা নাটক করে–

।। মোনাজাতউদ্দিন/গোকুলরায় ।।

১০টি নদীবিধৌত লালমনিরহাট একটি কৃষি প্রধান এলাকা। ধান পাট তামাক আখ মরিচ তিল– এসব প্রধান ফসল। শিল্প কারখানা তেমন নেই। একসময় রেলওয়ে শহর ছিল, এখন ভাঙাচোরা। শিক্ষা শিল্প সংস্কৃতিতে পিছিয়ে।

কবি শেখ ফজলুল করিমের লালমনিরহাটে ৫টি থানার ৩৪৪টি মৌজার ৪৫টি ব্লকে এখন যে মিশেল পদ্ধতির গণশিক্ষা কার্যক্রম চলছে, সে ব্যাপারে পড়ুয়াদের উৎসাহ যথেষ্ট। বর্তমানে ৯৫৯টি স্কুল চালু রয়েছে, আর এর অধিকাংশতেই শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার শতকরা ৮০ ভাগের ওপর। কোথাও কোথাও উপস্থিতি ৫০ ভাগও রয়েছে। তবে গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে লেখাপড়ার উৎসাহ ব্যাপক। অনেকগুলো স্কুল এলাকায় সন্ধ্যার পর মশাল মিছিল বের হয়। মিছিলের শ্লোগানে উচ্চারিত হয় স্কুলে আসবার আহ্বান। কোথাও আবার শিক্ষার্থীরাই নাটকের আয়োজন করে। দেশের কয়েকটি এনজিও তাদের নিজ নিজ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কালচারাল টিম গড়ে তুলেছে, তারা গ্রামে গ্রামে গান নাটক ইত্যাদি করে থাকে। এই পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হচ্ছে এখানকার গণশিক্ষা কার্যক্রমে। তবে, আগেই বলা হয়েছে, আরডিআরএস অনেকগুলো কেন্দ্রে গান পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছে। তারা শিক্ষকদের জন্যে ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কও চালাচ্ছে। এককথায় বলা যায়, লালমনিরহাটের গণশিক্ষা প্রচেষ্টা সরকারি প্রশাসন, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং বিভিন্ন স্তরের জনগণের মিলিত ত্রয়ী একটি কার্যক্রম হয়ে উঠেছে, যা সাধারণত অন্য কোথাও খুব একটা দেখা যায় না।

গণশিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও ব্লক এই ৪টি পর্যায়ে। পৃথক পৃথক কমিটিতে রয়েছেন বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। (জামাত রয়েছে, তবে কমিটির সভায় উপস্থিত থাকে না)। রয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা, স্কুল ও কলেজ শিক্ষক, পুলিশ, আনসার, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক। থানা পর্যায়ের কমিটিতে রয়েছেন টিএনও, শিক্ষা অফিসার এবং অন্যরা। ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃত্বে রয়েছেন চেয়ারম্যানগণ। অনেক মেম্বরার এখনো তেমন সম্পৃক্ত নন, তবে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, বেকার যুবক এরা স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করছেন। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী এই প্রকল্পটির পেছনে কতোদিন এরকম উৎসাহ থাকবে, সেটা প্রশ্ন। অনেকে এরকম বলছেন ঃ গণশিক্ষার স্কুলগুলোতে যারা লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, তাদের জন্যে সামান্য হলেও কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করা দরকার। এতে তারা পুরোটা সময় ব্যয় করতে পারবে। কনটিজেন্সি ব্যয় মাসে ৫০ টাকা মাত্র এটা বাড়ানো দরকার।

। শেকড় পর্যায়ে সমস্যা আছে আরো। এমনও কিছু প্রাইমারি স্কুল আছে যেখানে শিক্ষক মাত্র ২ জন। সারাদিন ৫টি ক্লাস পরিচালনা করার পর রাতের বেলা আবারো বয়স্কদের পড়ানো খুব কষ্টকর হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রাইমারি স্কুলে প্রয়োজনীয়– সংখ্যক শিক্ষক দরকার। এ ব্যাপারে সাধারণ শিক্ষা বিভাগ তৎপর নয়। মহিলা শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, কেউ সন্তান প্রসবের জন্যে ছুটি নিচ্ছেন, কারো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। স্কুল বন্ধ থাকছে। সেক্ষেত্রে কেবল একজন নয়, অন্তত দু'জন শিক্ষক প্রয়োজন। সে ব্যবস্থা পুরোপুরি হয়ে ওঠেনি। দ্রুতগামী যানবাহনের অভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তদারকি কাজটি বিঘ্নিত হচ্ছে। জেলা ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তারা অধিকাংশই তৎপর। এর কারণ মাথার ওপর ডিসি সাহেব আছেন বলে। কিন্তু কয়েকজন এখনো মনে প্রাণে কাজ করছেন না। মানুষকে শিক্ষিত সচেতন করে তোলার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কেউ কেউ 'বাড়তি কাজের বোঝা' মনে করছেন। এক শ্রেণীর কর্মকর্তার প্রবণতা রয়েছে বাহুল্য ব্যয়ের প্রতি।

গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায় থেকে প্রতি সপ্তাহে যেসব অগ্রগতি বা অবনতির রিপোর্ট এসে পৌঁছুছে, তার ফলো–আপ যথাযথ হচ্ছে। এ্যাকশনও নেয়া হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে মিটিং হচ্ছে ঘন ঘন। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এসব ভালো।

লালমনিরহাটে যে পদ্ধতির গণশিক্ষা, তাতে স্কুলগুলোকে ৪৫টি ব্লকের অধীনে নেয়া হয়েছে। ব্লকগুলো দেখাশোনা করার জন্যে রয়েছেন ব্লক সুপারভাইজার। ব্লক সুপারভাইজার প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন থানা প্রশাসনে। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ও শিক্ষা অফিসার সেগুলো পাঠাচ্ছেন জেলা সদরে। কোন কোন টিএনও এবং টিইও ব্লকগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করছেন, কারো আবার রয়েছে গাফিলতি। জেলা পর্যায়ে চিহ্নিত ক'জন কর্মকর্তা গণশিক্ষা কার্যক্রমের সাথে জড়িত হওয়ায় তা বিভিন্ন মহলে নিন্দার আলোচনা হয়ে আছে।

গণশিক্ষা কার্যক্রমটি ওপর থেকে তদারকি করছেন ডেপুটি কমিশনার নিজেই। তিনি জানালেন, স্কুলগুলোতে বিভিন্নমুখী সমস্যা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকদের কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ খুব কমই আসছে। মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষিত বেকার যুবক–যুবতীদের উৎসাহ সবচাইতে বেশি। এরা চাচ্ছে নতুন সমাজ গড়ে উঠুক।